কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 07 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১৪ ... কলাম ... ২ ...

শিক্ষাক্ষেত্রে নানা বঞ্চনা

প্রত্যন্ত চরাঞ্চলেও স্কুল প্রতিষ্ঠা করুন

শিক্ষার প্রসারে সরকারের চেষ্টার অন্ত নেই। বছরের প্রথম দিন শিক্ষার্থীদের হাতে বিনা মূল্যে বই পৌঁছে দেওয়াসহ শিক্ষার উন্নয়নে সরকারের অনেক কাজই প্রশংসার দাবি রাখে। শিক্ষার সুযোগ সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতেও সরকারের চেষ্টার অন্ত নেই। বিভিন্ন স্তরে উপবৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রাথমিক স্তরে উপবৃত্তির সুফল আসতে শুরু করেছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষার হার বাড়ছে। প্রাথমিকে শিক্ষার্থীর সংখ্যাও বাড়তে শুরু করেছে। কিন্তু তার পরও ভাবলে অবাক হতে হয় যে দেশের এমন কিছু এলাকা আছে, যেখানে মানুষ শিক্ষার আলো শুধু নয়, মৌলিক অন্য অধিকারগুলো থেকেও বঞ্চিত। এই বঞ্চনার শিকার জামালপুরের দুর্গম চরাঞ্চলে পৌঁছেনি শিক্ষার আলো। যমুনা নদীবেষ্টিত এসব চরের পাঁচ শতাধিক শিশুর জন্য সরকারের ব্যবস্থাপনায় কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয়ও গড়ে ওঠেনি। এমনকি বেসরকারি কিংবা সেবামূলক-উন্নয়ন সংস্থার পক্ষ থেকেও কোনো প্রাক-প্রাথমিক বা প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে তোলা হয়নি। পূর্বপুরুষদের অনুসরণে এসব চরের শিশুরা স্কুলে যাওয়ার পরিবর্তে শৈশব থেকেই নানা কাজে নিয়োজিত হয়। আবার শিশু বলে ন্যায্য পারিশ্রমিক থেকেও বঞ্চিত হয় এসব শিশু। অনেকে আবার নিয়োজিত হয় ঝুঁকিপূর্ণ কাজে। সম্পন্ন কিছু পরিবার তাদের সন্তানদের দূরে রেখে লেখাপড়ার ব্যবস্থা করতে পারলেও দরিদ্র পরিবারের শিশুরা শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। স্কুল প্রতিষ্ঠার দাবি নিয়ে এসব দুর্গম চরের মানুষ স্থানীয় সংসদ সদস্য ও উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কাছে গেলেও কোনো সুফল মেলেনি। একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা হয়নি। একদিকে সংসারে অভাব, অন্যদিকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অভাব—বাধ্য হয়েই চরের শিশুরা শ্রমিকের জীবন বেছে নিচ্ছে। দৈনিক ২০ টাকা মজুরির শ্রমিকের জীবন শিশুদের ঠেলে দিচ্ছে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে।

একটি শিশুও শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে না—এটাই আমাদের অঙ্গীকার হওয়া উচিত। হোক প্রত্যন্ত দুর্গম চর, শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে হবে সর্বত্র। সরকারের পাশাপাশি উন্নয়ন সংস্থাগুলোরও এ ব্যাপারে যথেষ্ট দায়িত্ব রয়েছে। সেই দায়িত্ব আমরা কতটুকু পালন করছি সেটাই এখন বড় প্রশ্ন। জামালপুরের দুর্গম চরাঞ্চলে শিক্ষার আলো পৌঁছেনি। দেশে এমন আরো এলাকা কি আছে, যেখানে শিশুরা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছে? কোনো শিশু শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হলে সে ব্যর্থতা আমাদের। এর জন্য আগামী দিনের নাগরিকদের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। কাজেই কাউকেই শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। হোক দুর্গম চরাঞ্চল, সেখানকার শিশুদেরও শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রাখা যাবে না। তাদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে শিক্ষার আলো। কাজেই এসব এলাকায় প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ দেখতে চাই আমরা।